14 APR 2016

সারাদেশে বইয়ের দোকান বন্ধ রেখে বিক্ষোভ

■ সমকাল প্রতিবেদক

প্রস্তাবিত শিক্ষা আইন, ২০১৬-এর সাতটি উপধারা সংশোধনের দাবিতে গতকাল সোমবার সারাদেশে বইয়ের দোকান বন্ধ করে জেলা প্রশাসকদের স্মারকলিপি দিয়েছেন বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতির নেতারা। বিভিন্ন জেলায় সমাবেশও করেছেন তারা। বইয়ের দোকান বন্ধ থাকায় বিপাকে পড়েন শিক্ষার্থী-অভিভাবকরা।

বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতি গতকাল দুপুরে ঢাকা জেলা প্রশাসক বরাবর স্মারকলিপি দেয়। সমিতির সভাপতি আলমগীর সিকদার লোটন সমকালকে বলেন, 'শিক্ষা আইনে নোট বই বা গাইড বইয়ের সংজ্ঞা কোনো প্রাসঙ্গিক বিষয় নয়। এটি যদি প্রাসঙ্গিক হয়, তাহলে সৃজনশীল ও অভিধানসহ অসংখ্য ধরনের বইয়ের সংজ্ঞা দিতে হবে। এ জন্য আমরা খসড়া শিক্ষা আইনে নোট ও গাইড বইয়ের সংজ্ঞা এবং এর পরিপ্রেক্ষিতে প্রণীত বিভিন্ন শাস্তিমূলক ব্যবস্থার ধারা-উপধারাগুলো বাতিলের আবেদন করছি।'

পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতারা জানান, দেশের বেশির ভাগ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এখনও বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক নেই। ইংরেজি, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি এবং বিজ্ঞানের মতো বিষয়েরই বেশি সংকট। আর যারা আছেন, তারাও যথাযথ দক্ষ নন। তাই শিক্ষকরাও সহায়ক বইয়ের সাহায্য নেন। এক গবেষণায় দেখা যায়, ৯৭ শতাংশ শিক্ষার্থী সহায়ক বইয়ের ওপর নির্ভরশীল। ফলে সৃজনশীল সহায়ক গ্রন্থ প্রকাশ বন্ধ হলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠদান অনেকাংশেই ব্যাহত হবে বলে তারা জানান।

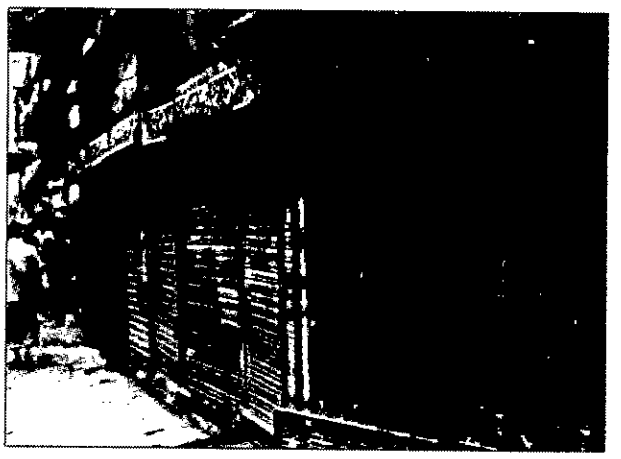

বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতির ধর্মঘটে সোমবার রাজধানীর বাংলাবাজারে বইয়ের দোকান বন্ধ রাখা হয় ■ সমকাল

স্মারকলিপিতে প্রকাশকরা বলেন, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এই শিল্পের সঙ্গে ২৫ লাখ মানুষ জড়িত। সহায়ক বই বন্ধ হলে তারা সবাই বেকারত্বের ঝুঁকিতে পড়বে। অনুমোদনের ঝামেলায় পণ্ডিত ও বিশেষজ্ঞ শিক্ষাবিদরা সহায়ক গ্রন্থ রচনার আগ্রহ ও সুযোগ হারিয়ে ফেলবেন। ফলে আমাদের পুরো জাতিরই জ্ঞানচর্চার পথ সংকুচিত হবে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশেও সব শ্রেণীতেই রেফারেন্স বা সহায়ক বই রয়েছে, যা প্রকাশের জন্য কোনো অনুমোদনের প্রয়োজন হয় না। আর একাধিক প্রকাশকদের সহায়ক বই থাকায় একটি প্রতিযোগিতার সৃষ্টি হয়। এতে একজন প্রকাশক আরেকজনের চেয়েও কম দামে ভালো মানের বই শিক্ষার্থীদের হাতে তুলে দিতে চান।

ঢাকা জেলা প্রকাশকের কাছে স্মারকলিপি প্রদানের সময় উপস্থিত ছিলেন সমিতির সহসভাপতি শ্যামল পাল, কায়সার-ই-আলম প্রধান, পরিচালক নিরূপ সাহা, আমিরুল ইসলাম, নেসারউদ্দিন আয়ুব প্রমুখ।

এদিকে, কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে গতকাল বিক্ষোভ মিছিল, অবস্থান ধর্মঘট ও জেলা প্রশাসকের কাছে স্মারকলিপি দিয়েছে জামালপুর শাখা পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতি।

এ ছাড়া কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা, রাজবাড়ীসহ বিভিন্ন জেলায় গতকাল বইয়ের দোকান বন্ধ রেখে বিক্ষোভ কর্মসূচি ও স্মারকলিপি প্রদানের খবর পাওয়া গেছে।